আজকের কাগজ

তারিখ ... 05 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

সরকারের শিক্ষানীতি

আহমদ শরীফ

> বিজ্ঞান যদি বিদ্যা হয়, তাহলে অন্য আনুমানিক তত্ত্ব–তথ্য–সত্যমাত্রই অবিদ্যা বলে স্বীকার করতে হবে। আর আগেকার শাস্ত্রকে সত্য বলে মানলে বিজ্ঞানকে বর্জন করে কালবিচ্ছিন্নতায় বৈশ্বিক অজ্ঞতায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শূন্যতায় আদি ও আদিম স্বাতন্ত্র্যে গোত্রিক কিংবা গোষ্ঠিক জীবন বরণ করে নিতে হবে। কেননা আজ দুনিয়ার কোন শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ই শাস্ত্রের বিধি নিষেধ অনুগ অবিকৃত জীবনযাপন করতেই পারছে না ঘরে–বাইরে খাদ্যাখাদ্যে, পর্দা–পুশিদায়। নাচ–গান–বাজনা– অভিনয়–চিত্র–সাহিত্য–দর্শন–বিজ্ঞান প্রভৃতির শাস্ত্রবিরুদ্ধ চর্চাও বর্জন আজ আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

আমরা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপক আবদুস সালামকে একজন নিষ্ঠ মুমীন বলেই শুনেছি। তিনিও এখন বলছেন, বিজ্ঞান, যন্ত্র ও প্রযুক্তি শেখা, জানা ও প্রয়োগ করা এ যুগে মুসলিমদের প্রাত্যহিক ব্যক্তিক ও জাতিক জীবনে আবশ্যিক ও জরুরী। তিনি অন্যত্র একথাও বলেছেন যে 'বিবর্তন তত্ত্ব' অবিশ্বাস করার কারণ নেই। আবার এ–ও নাকি বলেছেন যে প্রাণীর উদ্ভব পৃথিবী নামের উপগ্রহে ঘটেনি, জীবাণু এসেছে ভিন্ন গ্রহ থেকে। আমরা আনাড়ি। বিজ্ঞানে অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ। আমরা জ্ঞান–যুক্তি যোগে আমাদের এ সব তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থাকে অন্যদের পক্ষেও গ্রাহ্য করে তুলতে পারব না। আমাদের আস্থার ভিত্তি একটিই বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রমাণ সম্ভব ও প্রমাণসাধ্য, তাতে অপূর্ণতা থাকতেই পারে বটে, তবে একেবারে ভিত্তিহীন হয় না, কেননা, বিজ্ঞানে অনুমানও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য–প্রমাণ প্রসূন।

আমরা জানি, দুনিয়ার যাবতীয় শাস্ত্রই শাস্ত্রীরা আসমানী বলেই জানে ও মানে। প্রত্যেক শাস্ত্রানুসারীরাই নিজেদের শাস্ত্রকে একমাত্র ত্রুটিহীন নিখুঁত নিখাদ সত্য বলে জানে বোঝে ও মানে। সেই শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য প্রায়ই বিজ্ঞানের তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের সঙ্গে মেলে না, এমনকি বৈপরীত্যে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে। শাস্ত্রগুলো বলে বিশ্বের একজন বা একাধিক স্রষ্টা রয়েছেন, বিজ্ঞান বলছে আকস্মিক এক মহাবিস্ফোরণে উদ্ভব হয়েছে এ অশেষ বিশ্ব ব্রহ্মান্ড, এবং তা আজো স্ফীত হচ্ছে এবং সদা সম্প্রসারমান। বিজ্ঞান বলছে স্থলভূম গোড়ায় একটি ও অখন্ড ছিল। এক প্রচন্ড কম্পনে খন্ডবিখন্ড হয়ে পাঁচ মহাদেশরূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন স্থিতি লাভ করেছে। এ সব তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের আবহমানকাল থেকে প্রজন্মক্রমে শ্রুতি স্মৃতি মাধ্যমে লব্ধ বিশ্বাস– সংস্কার–ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। শৈশবে–বাল্যে মগজ ধোলাইয়ের ফলে আমরা জ্ঞান–বুদ্ধি–যুক্তি ও সাহস প্রয়োগে যাচাই–বাছাইয়ে অসমর্থ তাই চাঁদে মানুষে হেঁটে আসার পরও চাঁদই কোন কোন শাস্ত্রমানা সম্প্রদায়ের শুভাশুভ ক্ষণ–তিথি–লগ্ন নিয়ন্ত্রণ করে, কোন কোন মাসে চাঁদ কোন্ কোন্ ধর্মাবলম্বীর কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কোন কোন পূর্ণিমা কোন কোন অমাবস্যা কোন্ কোন্ শাস্ত্রমানা সম্প্রদায়ের কাছে মন–মনন, লাভ–ক্ষতি, সুখ–দুঃখ, নিয়ন্ত্রক–নিয়ামক নিয়তিস্বরূপ। তা ছাড়া অনেক লোকই মনে করে বারোরাশিই মানুষের জীবন–জীবিকা, জন্ম–জীবন–মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করে, ঈশ্বর নন।

আমরা বিজ্ঞানমনস্ক নই বলেই, জ্ঞান–বুদ্ধি–যুক্তি–বিবেক– বিবেচনা– সাহস প্রয়োগে অসমর্থ বলেই আমরা আজো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি, আমরা ঘড়ির প্যানডুলামের মতো কখনো জ্ঞান–যুক্তি চালিত, কখনো বা বিশ্বাস–সংস্কার–ধারণা–অনুমান–কল্পনা– লৌকিক–অলৌকিক–অলীক তত্ত্বে, তথ্যে ও সত্যে আস্থা–তাড়িত। আমাদের ভাব–চিন্তা–কর্ম– আচরণ তাই অযৌক্তিক, অবৌদ্ধিক, অসঙ্গত ও অসমঞ্জস।

সম্প্রতি শুনতে পারছি, স্নাতক শ্রেণীতেও ইংরেজী পুনঃ প্রবর্তিত বা অবশ্য পাঠ্য হবে। ইংরেজী এখন আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক স্তরে ভাব বিনিময়ের একমাত্র স্বীকৃত ও গৃহীত ভাষা, তা ছাড়া আমরা ব্রিটিশ প্রজা ছিলাম, ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক– সম্বন্ধ প্রায় দু'শ' বছরের। একালের জ্ঞানের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উদ্ভাবনের, নতুন চেতনার, নতুন চিন্তার এবং নতুন সৃষ্টির উৎস হচ্ছে য়ুরোপীয় মগজ ও মনীষা কাজেই, য়ুরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাষিক সম্পর্ক তাদের মন–মনন–মনীষার মুক্তির ও প্রসারের কারণই হবে। তা ছাড়া আমাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরে সম্ভবত বিদেশীর অভিপ্রায়ক্রমে শিক্ষার প্রসার রোধ লক্ষ্যে ইংরেজী ও আরবী এ দুটো বিদেশী ভাষা অজ্ঞ–অনক্ষর পিতামাতার সন্তানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আগেই। ফলে অনক্ষর পরিবারের সন্তানদের পক্ষে এই লৌহকঠিন বাধা অতিক্রম সম্ভবও হবে না, শিক্ষারও প্রসার হবে না বাঞ্ছিত বা প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় হারে। শ্রম ও সময়ই অপচিত হচ্ছে মাত্র।

আমোদের দেশে অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ অনক্ষর, তাছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত জীবনধান্দা এতো সঙ্কট–সমস্যা–অভাব–বাধাবহুল যে অন্য বিষয়ে ভাব–চিন্তা ব্যয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না তাদের পক্ষে। এ জন্যেই লাখে কিংবা দশ বিশ হাজারে একজন মাত্র দেশ, জাতি, মানুষ, রাষ্ট্র, শিক্ষা–স্বাস্থ্য–আর্থিক অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে ভাবনা– চিন্তা করে মাত্র। এতেও যে খুব উপকার হয়, তা নয়, কারণ যত মন, তত মত ও তত পথ। তা ছাড়া সবার মন–মেজাজ মনন–মনীষা গুণে– মানে– মাপে– মাত্রায় সমান নয় বলে এসব বিষয় সর্বজন গ্রাহ্য কিংবা সর্বজনসম্মত কোন মত, মন্তব্য, পথ ও সিদ্ধান্ত পাওয়া প্রায় অসাধ্য। একারণেই আমরা রাজনীতিক দলের, সরকারের, বুদ্ধিজীবীর, আঁতেলের, শিক্ষকের, সমাজসেবকের, সাহিত্যিকের, বিজ্ঞানীর, দার্শনিকের ও সমাজবিজ্ঞানীর কোন সুনির্দিষ্ট মত পাই না। যথাপ্রয়োজনে যথাকালে যথাবিষয়ে যথাসিদ্ধান্ত ও যথাউপায় মেলে না বলেই আজো আমরা দেশের দশের উন্নতিকামী হিতৈষী হয়েও দিশেহারা হয়ে নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষায় বৃথা শ্রম, সময় ও অর্থ অপব্যয় করি।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিই যদি একালের যন্ত্র নির্ভর জীবনে আবশ্যিক ও জরুরী বলে মানি, ইংরেজী মাধ্যমে প্রতীচ্য জ্ঞান–বিজ্ঞান–যন্ত্র–প্রকৌশল–প্রযুক্তি শেখা–জানা–বোঝা যদি একান্ত দরকার বলে জানি, তা হলে টোলে–মাদ্রাসায় –গির্জায় সাড়েতিন, তিন, আড়াই, দুই, দেড় হাজার বছরের আগেকার ভুবনের অনুধ্যান, অনুমানজাত বিশ্বাস–সংস্কার–ধারণা উপযোগরিক্ত জেনে–বুঝেও কেন শেখাব সন্তানদের ? দুই ভিন্ন মেরুতে বিপরীত বিদ্যাকে সমার্থক ও সমাত্মক জ্ঞান বলে কেন জানব? বিজ্ঞান যদি বিদ্যা হয়, তাহলে অন্য আনুমানিক তত্ত্ব–তথ্য–সত্যমাত্রই অবিদ্যা বলে স্বীকার করতে হবে। আর আগেকার শাস্ত্রকে সত্য বলে মানলে বিজ্ঞানকে বর্জন করে কালবিচ্ছিন্নতায় বৈশ্বিক অজ্ঞতায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক শূন্যতায় আদি ও আদিম স্বাতন্ত্র্যে গোত্রিক কিংবা গোষ্ঠিক জীবন বরণ করে নিতে হবে। কেননা আজ দুনিয়ার কোন শাস্ত্রিক সম্প্রদায়ই শাস্ত্রের বিধি নিষেধ অনুগ অবিকৃত জীবনযাপন করতেই পারছে না ঘরে–বাইরে খাদ্যাখাদ্যে, পর্দা–পুশিদায়। নাচ–গান–বাজনা– অভিনয়–চিত্র–সাহিত্য–দর্শন–বিজ্ঞান প্রভৃতির শাস্ত্রবিরুদ্ধ চর্চাও বর্জন আজ আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি–বিজ্ঞান–সাহিত্য প্রভৃতি নতুন নতুন চেতনার, নতুন নতুন চিন্তার, নতুন নতুন জিজ্ঞাসার, নতুন নতুন সৃষ্টিশীলতার, উদ্যমের ও উদ্যোগের প্রসূন ও ফসল। কাজেই সর্বপ্রকারের নতুনত্বই, সর্বপ্রকারের আবিষ্কার–উদ্ভাবনই, সর্বপ্রকারের সৃষ্টিশীলতাই সংস্কৃতি–সভ্যতার প্রবহমানতার, ঋদ্ধির ও বৃদ্ধির পরিচায়ক। এ–ই মানবজীবনের ও সমাজের গতির, প্রগতির, প্রাগ্রসরতার ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ, মনুষ্য জীবনও বৃক্ষের মতোই। পুষ্পে–পল্লবেশাখায়– প্রশাখায় আত্মবিকাশ, আত্মপ্রসার ও আত্ম–উন্নয়নই তার লক্ষ্য। বৃক্ষ জীবনের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতাও এখানেই। তেমনি ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক, মানবিক ও রাষ্ট্রিক জীবনও বৃক্ষের মতোই প্রাজক্রন্মিকভাবে চিরকাল প্রতিক্ষণে গতিশীল ও বিকাশশীল।

সেদিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর পবিত্র সরকার সমাবর্তন ভাষণে একটা মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ বিদ্যার বিতরণ নয়, বিদ্যার সৃজন।' আমরাও এ মত সমর্থন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকগণ স্ব স্ব বিষয়ে স্ব স্ব গবেষণায়– চিন্তায়–চেতনায় সৃষ্টিতে, আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে জ্ঞানের প্রসার ঘটাবেন– এ–ই তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত। কেননা এটিই তাঁদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। বইয়ের পাঠের ব্যাখ্যাদান গভীর তাৎপর্যে বিদ্যাচর্চা বলে স্বীকৃত হতে পারে না। মুদ্রিত বই ধরে পড়ানো তো প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই হয় শুরু, কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থই বিদ্যাসৃষ্টির ও বৃদ্ধির আলয়, গতানুগতিকভাবে পাঠদানের আলয় নয়।

অনেক ক্ষেত্রেই দুই বিপরীতমুখী তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যের আকর শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা সমগুরুত্বে দানের, প্রচারের ও সমাদৃত করার নীতি সরকারের তথা যে–কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এ যন্ত্রযুগে ও যন্ত্রজগতে যন্ত্রনির্ভর জনজীবনের ও সমাজের জন্যে যৌক্তিক, বৌদ্ধিক ও সঙ্গত সিদ্ধান্তপ্রসূন কি–না, তা গভীরভাবে জাতীয় ও মানবিক স্বার্থে বিবেকী বিচার–বিবেচনা করা আবশ্যিক ও জরুরী বলেই আমাদের ধারণা।

আমাদের দায়িত্বজ্ঞানরিক্ত অপরিণামদর্শী নীতিহীন নিরপেক্ষ সরকার পরম উদারতায় সমান গুরুত্বে ও আদরে–কদরে ত্রিধারার শিক্ষাব্যবস্থা দেশে চালু রেখেছে। শহরে ধনীরা সন্তানদের দেশে–বিদেশে ইংরেজী মাধ্যমে, সাধারণ নিম্নবিত্তের লোকেরা সন্তানদের বাঙলা মাধ্যমে আর অজ্ঞ অন্যদের ছেলে– মেয়ে মহিলাদের আরবী মাদ্রাসায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

আহমদ শরীফঃ লেখক, প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।